তারিখ 10 JAN [illegible]
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 2

জাল নিয়োগপত্রে প্রভাষক পদে এমপিওভুক্তির অভিযোগ

রংপুর ব্যুরো

রংপুর জেলা প্রশাসক পরিচালিত রংপুর কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রভাষক ফারুকুজ্জামান এলাহীর বিরুদ্ধে জাল কাগজপত্র তৈরি করে প্রভাষক হিসেবে এমপিওভুক্তির গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। কয়েকদিন আগে এক স্কাউট শিক্ষিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে মামলা দায়ের হওয়ার পর তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। জালিয়াতি করে ওই শিক্ষকের এমপিওভুক্তিসহ শিক্ষিকাকে ধর্ষণ চেষ্টার বিষয়ে ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসনের কেউ মুখ খুলছেন না।

রংপুর কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রভাষক ফারুকুজ্জামান এলাহীকে উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়নি। দুই হাজার সালে তাকে স্কুল শাখায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তৎকালীন জেলা প্রশাসক ও গভর্নিংবডির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন ওই নিয়োগ প্রদান করেন। ফারুকুজ্জামান এলাহী ওই নিয়োগের কাগজপত্র জাল করে তাকে কলেজ শাখায় ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে দেখিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরে এমপিওভুক্তির কাগজপত্র জমা দেন। পরে তিনি সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উৎকোচ দিয়ে নিজের নামে প্রভাষক হিসেবে এমপিওভুক্তি করেন। অথচ ওই পদে ২৯/০৬/২০০০ তারিখে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈধভাবে একই প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রভাষক হিসেবে নাহেদ ফরিদকে নিয়োগ দেয়া হয়। যার নথিপত্র প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আছে। তিনি এখনও এমপিওভুক্ত হতে পারেননি। সেসব তথ্য গোপন করে ফারুকুজ্জামন এলাহী জালিয়াতি করে নিজেকে ওই পদে প্রভাষক হিসেবে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয় তিনি সরকারি বেতন-ভাতাদি নিয়মিত গ্রহণ করছেন। বৈধ নিয়োগপত্র ছাড়া জেলা প্রশাসনের পরিচালিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কি করে তিনি শিক্ষকতা করছেন এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে সদুত্তর পাওয়া যায়নি। ওই জালিয়াতির ঘটনায় এর আগে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রভাষক হিসেবে নাহেদ ফরিদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের দফতর থেকে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। প্রথম দফা ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) এরশাদুল হক, দ্বিতীয় দফা ২০১৪ সালে মার্চ মাসে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) মিজানুর রহমান। দুটি তদন্ত কমিটি তদন্ত করে ফারুকুজ্জামান এলাহীর কাগজপত্র জাল বলে প্রমাণ পাওয়ার পরও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি রহস্যজনক কারণে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এরপর ব্যবস্থাপনা বিষয়ের প্রভাষক নাহেদ ফরিদ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরে ওই জালিয়াতির বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করলে বিষয়টি তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। পরে ওই দফতরের পক্ষ থেকে সহকারী পরিচালক হেলাল উদ্দিন (কলেজ-৩) গত ২৯ সেপ্টেম্বর একটি পত্র দেন প্রতিষ্ঠানের গভর্নিংবডির সভাপতি ও রংপুর জেলা প্রশাসক বরাবর। ওই পত্রে ফারুকুজ্জামান এলাহীর নিয়োগ বাতিল করে তার কাছ থেকে সরকারি গ্রহণকৃত সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত দিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরে জানাতে বলা হয়। এরপরও তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তিনি জেলা স্কাউট দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। যার সভাপতি জেলাপ্রশাসক। এ অবস্থায় তার বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, তিনি ঢাকার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের একজন স্কাউট শিক্ষিকাকে জেলা স্কাউট দলের সহকারী পরিচালক লিয়াকত হোসেনসহ ঢাকা থেকে রংপুরে ডেকে আনেন। এরপর গত বছরের ৩ অক্টোবর ওই শিক্ষিকাকে লিয়াকত হোসেন রংপুর স্কাউট ভবনে ধর্ষণ করেন। পরে তা ভিডিও ধারণ করার ভয় দেখিয়ে ফারুকুজ্জামান এলাহী ওই শিক্ষিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে তিনি চিৎকার করলে অফিস কর্মচারীরা তাকে উদ্ধার করেন।

রংপুর জেলা স্কাউট সম্পাদক